তারিখ .... পৃষ্ঠা .... কলাম ....

সেই রাতে শামসুন্নাহার হলে যা ঘটেছিল

- পুলিশের বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কাজ শুরু
- সেই রাতে দায়িত্বরত অফিসারদের সাক্ষ্যগ্রহণ
- এডিসি কমিটিতে প্রতিবেদন পেশ করেছে
- ছাত্রদলের মেয়েদের কক্ষে আটক রাখা হয়েছিল
- ৪০ জন মহিলা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে
- প্রভোস্ট বাধ্য করে হলের কক্ষ তল্লাশি করতে
- দুই দল মেয়ের হাতাহাতি হয়
- সুলতানা শফি পুরুষ পুলিশদের ঢুকতে অনুরোধ জানান
- সুলতানা শফির চাকরির মেয়াদ বাড়াতে ছাত্রীরা শ্লোগান দিয়েছিল
- একদল মেয়ের হাতে ছিল লোহার রড, হকিস্টিক ও লাঠি

তৌহিদুল ইসলাম ॥ গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে (ছাত্রী নিবাস) পুলিশী হামলার ঘটনায় দোষী পুলিশ অফিসারদের শনাক্ত করতে পুলিশের বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এডিশনাল আইজি (এডমিন) মাসুদুল হককে এই তদন্তভার দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই পুলিশ কর্মকর্তাদের মৌখিক সাক্ষ্য রেকর্ড করা হয়েছে। যাদের ডাকা হয়েছিল তাদের মধ্যে ডিসি (সাউথ) এম আকবর আলী, এডিসি (সাউথ) আব্দুর রহিম, এসি রমনা, ওসি রমনা, পিআই রমনা অন্যতম। সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে তাদের প্রত্যেকের কাছে পৃথক পৃথকভাবে ঘটনার বর্ণনা ও নিজ নিজ কার্যক্রমের রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে গত সোমবার এডিসি আব্দুর রহিমকে নড়াইলে ও ওসি রমনা লুৎফর রহমানকে চট্টগ্রাম রেঞ্জে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে। একদিকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত, অপরদিকে পুলিশের বিভাগীয় তদন্ত চলাকালীন ২ কর্মকর্তাকে বদলীর নির্দেশ গোটা প্রশাসনে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। গত ২৩ জুলাই (মঙ্গলবার) রাতে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশী হামলার ঘটনা বর্ণনা করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা পুলিশের বিভাগীয় তদন্ত কমিটিতে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে, ছাত্রী হলে মহিলা পুলিশ সদস্যরাই অভিযান পরিচালনা করেছে। সেদিন রাতে ৫২ জন পুরুষ ও ৪০ জন মহিলা পুলিশ সদস্য ডিউটিতে ছিল। পুরুষ সদস্যদের একটি অংশের অবস্থান ছিল হলের বাইরে এবং অপর গ্রুপটি ছিল ভিতরের গেটের বাইরে। সেখানে হল প্রভোস্ট নিজেও উপস্থিত ছিলেন। শুধুমাত্র মহিলা পুলিশই হলের ভিতরে প্রবেশ করে। আর ৯২ জন পুলিশের বিপরীতে হলে ছিল প্রায় ৩শ' ছাত্রী। ঘটনার বর্ণনায় জানানো হয়, বাম ধারার ছাত্র রাজনীতির ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত এই শামসুন্নাহার হল। হলের প্রভোস্ট সুলতানা শফিও বাম রাজনীতির অন্যতম বিতর্কিত ক্রীড়নক। বেশ কিছুদিন ধরেই হলটিতে বাম ছাত্র সংগঠনের মেয়েদের সাথে ছাত্রদলের মেয়েদের উত্তেজনা চলছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র মৈত্রীর মেয়েরা একত্রিত হয়ে ছাত্রদলের মেয়েদের একটি কক্ষে (২৩৫) আটকে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে দেয়। এরপর তারা কৃত্রিম উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং মাইক লাগিয়ে বহিরাগতদের বহিষ্কারের দাবী জানায়। হল চত্বরেই মিছিল বের করে এবং তাদের প্রভোস্ট সুলতানা শফির চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির দাবীতে শ্লোগান দেয়। উল্লেখ্য, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সুলতানা শফির চাকরির মেয়াদ শেষ হবে। একপর্যায়ে সুলতানা শফি ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে জানালে তিনি পুলিশ কমিশনারকে পুলিশ পাঠানোর অনুরোধ জানান। সন্ধ্যা ৭টায় ওসি রমনার নেতৃত্বে শামসুন্নাহার হলে পুলিশ যায়। রাত ১০টার দিকে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়। এডিসি আব্দুর রহিম তখন হাজারীবাগে একটি ডাকাতি ৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

সেই রাতে শামসুন্নাহার হলে যা ঘটেছিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মামলার আসামী ধরার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ডিসিএম আকবর আলী কমিশনারের নির্দেশ পেয়ে এডিসি রহিমকে ফোর্স নিয়ে শামসুন্নাহার হলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি রাত ১১টায় রায়ট কন্ট্রোল থেকে ২৫ জন মহিলা পুলিশ নিয়ে হলে যান। প্রথমে তারা প্রভোস্টের সাথে কথা বললে প্রভোস্ট তাদের ভেতরে যেতে অনুরোধ জানান। কিন্তু পুলিশ (পুরুষ) তার ডাকে সাড়া না দিয়ে হলের বাইরে অবস্থান নেয় এবং ১৫ জন মহিলা সদস্যকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। তারা হলের আটক কক্ষটির কাছে গেলে ৫০/৬০ জন মেয়ে তাদের ঘিরে ধরে এবং আটকে ফেলে। রাত বাড়তে থাকার সাথে সাথে পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে থাকে। কন্ট্রোল রুমকে জানানো হলে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা হয়। রাত ২টা নাগাদ মেয়েরা রুমের দরজা ভেঙ্গে ফেলে এবং ভেতরের মেয়েদের সাথে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। মহিলা পুলিশ গিয়ে দুই গ্রুপকে পৃথক করে এবং ১৮ জন মেয়েকে গ্রেফতার করে। উপরের নির্দেশেই এই গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ কর্মকর্তারা ভেতরে না গিয়ে মাইকে মেয়েদের শান্ত হতে বলেন এবং গ্রেফতারের ভয় দেখান। সংঘর্ষ চলাকালীন সুলতানা শফি গেটের কাছে ছুটে এসে বলেন, বহিরাগত সন্ত্রাসী মেয়েরা আমার মেয়েদের মেরে ফেলল। ওদের হাতে লোহার রড, লাঠি, হকিস্টিক, চেইন রয়েছে। আপনারা ভেতরে আসুন। নইলে যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এডিসি তখন ওয়্যারলেসে ঊর্ধ্বতন অফিসারকে অবহিত করলে তিনি হলের ভেতরে পুরুষ পুলিশ সদস্যদের ঢুকতে বারণ করে মহিলা ফোর্স পাঠানোর নির্দেশ দেন। রাত সাড়ে ৩টায় পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আরও কয়েকজন সদস্য (প্রক্টর) এসে প্রশাসনকে অনুরোধ জানিয়ে হল থেকে সব মেয়েকে বের করে পরিচয়পত্র দেখে প্রকৃত ছাত্রীদের হলে ঢুকতে অনুরোধ জানান। পুলিশও এই প্রস্তাবে সম্মত হয়; ভেটো দেন প্রভোস্ট সুলতানা শফি। তিনি বলেন, গভীর রাতে আমার মেয়েদে[illegible] বাইরে বের [illegible] দেব না। দরকার হলে রুমে রুমে গিয়ে তল্লাশি চালান। সবশেষে প্রভোস্ট ও প্রক্টরদের উপস্থিতিতেই ওসি লুৎফরের নেতৃত্বে ৪০ জন মহিলা পুলিশ ভেতরে ঢুকে হল তল্লাশি করে। তখন ছাত্রীরা পুলিশকে তল্লাশিতে বাধা দিলে টানাহেঁচড়া ও হাতাহাতি হয়।

পুরুষ সদস্যদের মধ্যে একমাত্র ওসি লুৎফরই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে হলের ভেতরে ঢুকেন। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী সেই রাতে মহিলা পুলিশ দিয়েই শামসুন্নাহার হলে অভিযান চালানো হয়েছিল। সেদিন দায়িত্বরত সকল পুলিশ অফিসারই তাদের দেয়া সাক্ষ্য ও রিপোর্টে বলেছেন, পুলিশের হাতে কোন মেয়েই লাঞ্ছিত হয়নি। ৪ জন প্রক্টর যারা সেই রাতে উপস্থিত ছিলেন তারাও বিবৃতি দিয়ে একই কথা বলেছেন। একমাত্র অভিযোগ তুলেছেন সুলতানা শফি ও তার অতিভক্ত ছাত্রীরা। যারা তার চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির দাবীতে মিছিল বের করেছিল। পুলিশ অফিসারদের রিপোর্টে আরও বলা হয় সেদিন রাতের ঘটনায় কোন সাধারণ ছাত্রীর সম্পৃক্ততা ছিল না। গোটা বিষয়টিকে রাজনৈতিক চাতুর্যের মাধ্যমেই সাজানো হয়েছিল। পুলিশের বিভাগীয় তদন্ত কমিটি এসব রিপোর্ট পর্যালোচনা ও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এই তদন্তের ভিত্তিতেই দোষী পুলিশ অফিসারদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হবে।